'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবাবের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্ঠের  
এই ভাষণ বাঙালি জাতিকে। জাতিকে উন্মীীবিত উন্মীীবিত করেছিল। ১৮ মিনিটে স্থার্থী এই ভাষণে তিনি পূর্ব প  
বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিযেছে ইউনেস্কো। এ ভাষণকে স্বীকৃতি দিয়ে **'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে'** (এমওপ্রাগ্লিট) তালিকাভুক্ত করা  
হযেছে। এমওডব্লিটি তে এটাই কোনো বাংলাদেশি দলিল, যা আনুষ্ঠানিক ও স্থার্থীভাবে সংরক্ষিত হবে। ১২টি ভাষাষ ভাষণটি অনুবাদ করা হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রমনায অবস্থিত রেসকোর্স মখদানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি কালের কষ্টের পাঠকদের জন্য ছবছ প্রকাশ করা  
"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবা বুয়েন। আমনা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোরের রাজপন আমার ভাইয়ের রক্তে বস্তিত হয়েছে।  
  
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়-তারা বাঁচতে তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।  
  
২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমুর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, বক্ত মানের করুণ ইতিহাস। নির্ধাতিত মানুষের কাথায় ইতিহাস। ১৯৫২ সালে আমরা বক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেও ক্ষমতায় বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোনাম করে রাখলো। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেয়া হলো এবং এরপর এ অপরাধে আমায় বহু ভাইকে হত্যা করা হলো। ১৯৬৯ সালে গন আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বলেলেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।  
  
তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হলো-আমরা তাকে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীম  
  
পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম কিন্তু 'মেজরিটি' পার্টর নেতা হওয়া সয়েও তিনি আমার কথা  
  
পুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুাজি সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পার্টির নেতা নই, সমগ্র  
  
পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা: ভুট্টো সাহেব বললেন, মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে, তিনি মার্চের  
  
৩ তারিখে অধিবেশন ডাকলেন। আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সথেও কেউ যদি ন্যাখ্য কথা বলে আমরা তা মেনে নেব এমনকি তিনি যদি একজনও হন।  
  
জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা হলো। ভুট্টো সাহেব কাল শেছেন আলোচনায় দরজা বন্ধ নয়। আধো আলোচনা হধে। মওলানা নুরানী ও মুফতি মাহমুদসহ পশ্চিম পাকিস্নানের অন্যান্য পার্লামেন্টারি নেতাষা এলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা হলো- উদ্দেশ্য ছিলো আলাপ-আলেচনা করে শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তবে তাদের জমি জানিয়ে দিয়েছি ৬-দফা পরিবর্তনের কোন অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ।কিন্তু ভুট্টো হমকি দিলেন। তিনি বলদেন, এখানে এসে 'ডবল জিম্মী হয়ে পারবেন না। পরিষদ কসাই খানায় পরিবন্ধ হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের প্রতি হমকি দিলেন যে পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে, তাদের মাথা যেতে দেয়া হবে। হত্যা করা হবে। কান্দোলন শুরু হবে গোশায়ার থেকে কনাটা পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেয়া হবে না।  
  
তা সত্তেও পয়ত্রিশ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এলেন। কিন্তু পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ  
  
করে দিলেন। দোয় নেয়া হলো, বাংলার মানুষকে, দোয় দেয়া হলো আমাকে, কলা হালা আমার অনমনীয়  
  
মনোভাবের জন্যই কিছু হয়নি। এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো। আমি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো। হরতাল ডাকলাম।  
  
কিন্তু কি পেলাম আমরা। বাংলার নিরস্ত্র জনগণের উপর অস্ত্র ব্যবহার করা হলো। আমাদের হাতে আছে নেই। কিছু আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনে দিয়েছি বহিঃশশুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে, আম সে অস্ত্র ব্যাবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য। আমার দুধি জনতার উপর চলছে গুলি।  
  
আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।  
  
ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি ১০ই মার্চ তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি, তাঁর সাথে টেলিফোন আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি আগনি দেশের প্রেসিডেন্ট, ঢাকায় আসুন দেখুন আমার শরীন জনসাধারণকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছে, জামার মায়ের কোন যালি করা হয়েছে।  
  
আমি আগেই বলে দিয়েছি কোন গোলটেবিল বৈঠক হবে না। কিসের গোলটেবিল বৈরক? কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা বোনের কোল শূন্য করেছে আদের সাথে বসবো আমি গোলটেবিল বৈঠকে। তেসরা তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহবান জানালাম। বললাম, অফিস আদালত, খাজনা বাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন।  
  
হঠাৎ আমার সঙ্গে না আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে একজনের সঙ্গে পাঁচ ঘন্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে  
  
বক্তৃতা করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। দোষ করলেন ভুট্টো।  
  
কিন্তু গুলী করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে। আমরা পুরী খাই, দোষ আমাদের আমরা বুলেট খাই, দোষ  
  
আমাদের।  
  
ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন। কিন্তু আমার দাবী সামরিক আইন প্রশ্নাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে। তারপর বিচেনা করে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসনো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না, জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ  
  
এখনো শুকায়নি, শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে ১৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাব না। ভাইয়েরা, আমার উশর বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রীত চাইনা, মানুষের অধিকার চাই। প্রধান মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি, ফাঁসীর কাতে বুলিয়ে নিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলাথেকে মুক্ত কমে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো। মনে আছে? আজো আমি রক্ত নিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।  
  
আমি বলে দিতে ও চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিস খাবেন না। এ আমার নির্দেশ। গরীবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে আর সহ চলবে।  
  
ট্রেন ভলবে- তবে সেনাবাহিনী আনা-নেয়া করা যাবে না। করলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমি দায়ী  
  
থাকবো না।  
  
সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীম ফোর্ট, হাইকোর্ট জজকোর্ট সহ সরকারী, আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার আদান-প্রদানের ব্যাঙ্কগুলো দু-ঘণার জন্য খোলা থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবেন না। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে। তবে, সাংবাদিকরা বহির্বিশ্বে সংবাদ পাঠাতে পারবেন।  
  
এদেশের মানুষকে যতম করা হচ্ছে, বুঝে শুনে চলবেন। দরকার হলে সমস্ত ঢাকা করে দেয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে আসবেন। যদি একটিও পুলী চলে তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে  
  
দুর্গ গড়ে তুলবেন। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকান্ডেলা করতে হবে। রাস্তা যাচ বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো-পানিতে মারবো। হকুম দিবার জন্য আমি যদি না থাকি, আমার সহকর্মীরা যদি না থাকেন, আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।  
  
তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবেনা। সুলী চালালে আর ভাল হবে না। সাত কোটি  
  
মানুষকে আর দাবীয়ে রাখতে পারবা না। বাঙ্গালী মরতে শিখেছে, তাদের কেউ দাবাতে পারবে না। শহীদদের ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্য কমিটি করেছে। আমরা সাহাফের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন।  
  
লাভ দিনের হরতালে যে সব প্রমিক অংপাষণ করেছেন, কারফিতর জন্য কাজ করতে পারেননি-শিল্প মালিকরা তাদের পুরো বেতন দিয়ে দেবেন।  
  
সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এ দেশের মুক্তি না  
  
হওয়া পর্যন্ত খাজনা-সাক্স থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কিভাবে করতে হয় আমি  
  
কিন্তু হুঁশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু ঢুকেছে, হন্ডবেশে তারা আমবহসের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষাকরারদারিত্বআমাদের। যেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোন বাঙ্গালী রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না।  
  
শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা না হলে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।  
  
প্রস্তুত থাকবেন, ঠান্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন। আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃংখলা বজায় রাখুন। শৃংখলা হাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করবে  
  
আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হা আছে আই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেখো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে আড়মো ইনশাল্লাহ।  
  
এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম ।  
জয বাংলা । “